পাঠক ফোরাম

আওয়ামী লীগের নষ্ট উৎপাদন

যদিও 'এক্সপায়ার ডেট' পার হয়ে যাবার বহু পরে আওয়ামী লীগ তাদের নষ্ট উৎপাদন জয়নাল হাজারিকে বর্জন করেছে, এ জন্য ধন্যবাদ। পত্রিকায় জানলাম তার অপরাধ ছিল, ফেনী পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে আর বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে কাজ করা। কিন্তু ক্ষমতায় থাকাকালীন সারাদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ, সুশীল সমাজ যখন শেখ হাসিনাকে হাজারবার বলেছেন, সন্ত্রাসের এই গড ফাদারকে বহিষ্কার করার জন্য তখন তিনি তা কানে তোলেননি। ঐতিহ্যবাহী গণতান্ত্রিক এই দলটির যদি আরো আগেই বোধদয় হতো তাহলে আর আজ তাদের সন্ত্রাসীদের পালনকারী দল... এসব মন্তব্যে বিদ্ধ হতে হতো না। অন্যান্য দলগুলোও যদি আওয়ামী লীগের মতো দেরিতে হলেও দু'একজনের বিরুদ্ধে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তা হবে গণতন্ত্রের পক্ষে সুসংবাদ।

কাশেম আলী তরফদার
বাড়ি-১৩, রোড নং-২, নবোদয় হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

দূতাবাসে হামলা

২৪ এপ্রিল কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রায় ৮০০ শ্রমিক হামলা চালায়। এ হামলাকে দূতাবাস কর্তৃপক্ষ কুয়েতি পত্রিকা ও বিবিসিতে ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করে। এ ব্যাপারে দূতাবাস প্রচার মাধ্যমে আরো নানা ধরনের বক্তব্য দিয়েছে যা সঠিক নয়। দূতাবাস কর্মকর্তারা প্রবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণ থেকে বিরত থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এটা বাইরের দূতাবাসগুলোর খুব সাধারণ চিত্র। বাংলাদেশী শ্রমিকরা বেশ কয়েকবার দূতাবাসে ধরনা দিয়ে কোনো কাজ না হলে এবং তাদের দূতাবাস থেকে বের করে দেয়া হলে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এখানে দেখা যায়, বাংলাদেশী কর্মকর্তাদের তুলনায় কুয়েতি মিডিয়া আমাদের শ্রমিকদের দাবির পক্ষে এবং এ ঘটনার জন্য শ্রমিকদের দায়ী না করে তারা এটাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছে।

রেনেসাঁ কুয়েত

ভালো নেই নারায়ণগঞ্জবাসী

ওয়াদা অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারেনি বর্তমান জোট সরকার। এদিকে নবম সাধারণ নির্বাচনের বেশি দেরি নেই। সর্বত্র দলীয়করণ। পরপর চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, জাতীয় অর্থনীতির মন্দা, সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় প্রতি বছর প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ বিদেশে বিভিন্ন কারণে সরকারের ইমেজ নষ্টের বিষয়গুলো আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিয়ে সারাদেশের মতো নারায়ণগঞ্জের সচেতন ভোটারদের মাঝেও চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। নারায়ণগঞ্জ সরকারদলীয় এমপিরা বলছে, বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলা সন্ত্রাসমুক্ত। কিন্তু জেলার জনগণ বলছে ভিন্ন কথা। ২০০৪ সালে নারায়ণগঞ্জে সংঘটিত খুনের ঘটনা এ জেলার গত ৩৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। জেলার প্রতিটি থানায় চলছে রমরমা মাদক ব্যবসা। নতুন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান না হওয়ায় বাড়ছে বেকার সমস্যা। সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন নারায়ণগঞ্জ জেলার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তৈমর আলম খন্দকারের ভাই রাজনৈতিক নেতা সাব্বির আলম। নিহতের পরিবার এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার ব্যাপারে নারায়ণগঞ্জ জেলার ক্ষমতাসীন দলের এক এমপির নাম উল্লেখ করেছিলেন। চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করতে গিয়ে গত বছর প্রাণ হারিয়েছেন রূপগঞ্জের এক মসজিদের ইমাম।

অনিক হাসান
উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা

আলোকিত বাংলাদেশ

আলোকিত দেশ চাই। দুর্নীতি, হতাশামুক্ত বাংলাদেশ আমাদের স্বপ্ন। আমরা যদি সত্যিকারভাবে দেশকে ভালোবাসি তাহলে দেশে এতো হত্যা, খুন, হরতাল, সংঘর্ষ থামবে না। সামান্য স্বার্থের কারণে আমরা দেশকে কোথায় নিয়ে চলেছি তা কি কেউ ভেবে দেখেছি?

আয়শা রহমান বর্না
তাপসী রাবেয়া হল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সুশাসন এবং মুদ্রানীতি

আর মাত্র দু'মাস পরই শুরু হচ্ছে আরেকটি নতুন অর্থবছর। আসছে আরেকটি নতুন বাজেট। সে বাজেট নিয়ে বিভিন্ন মহল নিজ নিজ অবস্থান থেকে অভিমত তুলে ধরছেন। ইতিমধ্যে সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রীর কাছে পরামর্শ পেশ করা হয়েছে, আসন্ন বাজেট যেন কোনো মতেই নির্বাচনমুখী না হয়। অতীতে দেখা গেছে, সরকারের মেয়াদের শেষদিকে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে শিথিলতা দেখা যায় এবং অপ্রয়োজনীয় প্রকল্পে ব্যয় বেড়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে সরকারকে কঠোর নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থনীতিবিদরা সুদের হার বাড়িয়ে ঋণ প্রবাহ কমিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্তেও আপত্তি জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, বেসরকারি খাত সহজে তেজী হয় না। সুতরাং বর্তমানের চাঙ্গা বেসরকারি খাতকে স্তিমিত না করে সরকারের উচিত

সীমান্ত সংঘাত

সীমান্ত এলাকায় ভারতের দাদাগিরি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এক সপ্তাহে সীমান্ত এলাকায় ৬ জন বাঙালিকে গুলি করে হত্যা করেছে বিএসএফ। তাছাড়া প্রায় প্রতিদিনই বিডিআরের সঙ্গে গুলিবিনিময় হচ্ছে। যদিও এটা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের দুর্বলতার প্রকাশ, তবু বিএসএফ যা করছে তা দাদাগিরি ছাড়া আর কিছুই নয়। যে কয়টি গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে তার প্রতিটিতেই বিএসএফ আগে গুলি শুরু করেছে। এমনকি একটি ভারতীয় পত্রিকা ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে দেয়া সাক্ষাৎকারে এক বিএসএফ কর্মকর্তা যেসব কথা বলেছে তা চরম দাম্ভিকতা ছাড়া কিছুই নয়। তাদের মনোভাব এমন- আমাদের শক্তি আছে তাই আমরা যা খুশি করতে পারি। বিডিআরের এতো সাহস হলো কীভাবে পাল্টা গুলি করার। বিডিআর জওয়ানদের অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করছি তাদের সংযমের জন্য।

সাইফ মাহমুদ
মোহাম্মদ, ঢাকা
E-mail : saief14@yahoo.com.

জামায়াতি আক্রমণে কাদিয়ানিরা

আহমদিয়া সম্প্রদায় উগ্র মৌলবাদী আক্রমণের শিকার। তাদের ধর্মীয় মতাদর্শ সম্পর্কে নানা অপব্যাখ্যা প্রচার করছে মৌলবাদী সংগঠন খতমে নবুওয়ত। জামায়াতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এ সংগঠনটি এখন শুধু কাদিয়ানিদের মসজিদেই নয়, হামলা চালাচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে। যা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। দেশের সাতক্ষীরা, বগুড়াসহ নানাস্থানে চলছে এ ধরনের আক্রমণ। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে সেই চিত্র। জামায়াত জোট সরকারের অংশ। অথচ সরকার নীরব। কোনো গণতান্ত্রিক সরকার এভাবে নির্লিপ্ত থাকতে পারে না, থাকা উচিতও নয়। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে, মানবতার প্রয়োজনে এ বিষয়ে সরকারের কঠোর ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

ডা. নাজনীন কবীর, পশ্চিম শেওড়াপাড়া, ঢাকা

হবে অপ্রয়োজনীয় খাতে সরকারি ব্যয় বাড়ানোর পরিবর্তে বেসরকারি খাতের গতিশীলতা রক্ষা করা। মুদ্রানীতি পরিচালনায় বাংলাদেশ ব্যাংককে পুরোপুরি স্বাধীনতা দেয়া প্রয়োজন। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে এবং দুর্নীতি কমাতে না পারলে কোনো বাজেটই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কর্মসংস্থান সৃষ্টিই হতে হবে সরকারের সব অর্থনৈতিক নীতির কেন্দ্রবিন্দু।

হোসাইন মুহাম্মদ ইফতেখারুল হক
সদস্য সচিব, ইউপি মেম্বার এসোসিয়েশন, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

মুন্নার নামে স্টেডিয়াম চাই

মোনেম মুন্না যে শুধু একটি নাম তা নয়। মুন্না আমাদের একটি গৌরবের ইতিহাস। তার যোগ্যতায় আমরা অনেকবার পেয়েছি আন্তর্জাতিক সাফল্য, যা অন্য কোনো অধিনায়কের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি কলকাতা ইস্ট বেঙ্গলে দাপটের সঙ্গে খেলে হয়ে হয়ে যান প্রিয় 'মুন্নাদা'। সেখানে ভারতীয় মিডিয়া আমাদের মুন্নাকে বাংলাদেশের ম্যারাডোনা বলে অভিহিত করে। যে যোদ্ধা কোনো দিন হারেনি কারো কাছে, সেই ফুটবল যোদ্ধাকে হারিয়ে দিল মৃত্যু নামের একটি শব্দ। যাকে আমরা আর কখনো পাব না আমাদের ফুটবল মাঠে। তিনি সবাইকে ছেড়ে না- ফেরার দেশে চলে গেছেন। তাই তার মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তারকা ফুটবলারের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য একটি ফুটবল স্টেডিয়ামের নামকরণ চাই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ রইল, প্রিয় ফুটবলার মুন্নার নামে স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হোক।

মোঃ রফিকুল ইসলাম মাহী
৮৭/২, পশ্চিম চৌকিদেখী, সিলেট

দৃষ্টি আকর্ষণ

পুরনো ঢাকার নাগরিক দুর্ভোগ

পুরনো ঢাকার সূত্রাপুর, গেন্ডারিয়া, মিল ব্যারাক ও ফরিদাবাদ এলাকা এবং এর আশপাশের প্রধান প্রধান রাস্তাঘাট স্যুয়ারেজের বৃহদাকার পাইপ পুনঃস্থাপনের নামে সদ্য নির্মিত রাস্তাগুলো পুনরায় কাটতে শুরু করেছে। এতে এলাকাবাসী দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। বর্তমানে এলাকার রাস্তাঘাট বন্ধ করে রাখা হয়েছে। পুরনো ঢাকার গোটা লোহারপুলের কে বি রোড, সতীশ সরকার রোড, হরিচরণ রায় রোড, অক্ষয় দাস লেন ও সূত্রাপুর থেকে পোস্তাগোলা পর্যন্ত বর্তমান চমৎকার রাস্তাটি ধীরেগতিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খুঁড়তে শুরু করায় এলাকায় চরম যানজট দেখা দেয়। এছাড়া পুরনো ঢাকার সূত্রাপুর, লক্ষ্মীবাজার, ফরাশগঞ্জ, গেন্ডারিয়া, ফরিদাবাদ, পোস্তগোলা, দয়াগঞ্জ এবং জুরাইন এলাকায় দীর্ঘদিন নিয়মিত লোডশেডিংয়ের জন্য এলাকার জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে। এলাকায় লো-ভোল্টেজের কারণে প্রতিদিন ৩/৪ বার বিদ্যুৎ চলে যায়। এ অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে পুরনো ঢাকার গেন্ডারিয়া, লোহারপুল থেকে পোস্তগোলা পর্যন্ত সদ্য নির্মিত সংস্কারকৃত রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের জন্য পুনরায় চালু ও এলাকাবাসীর দুর্ভোগ লাঘবের জন্য রাত-দিন কাজ করে খোঁড়াখুঁড়ি শেষ করার এবং স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী ও যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন দূর করার জন্য অনুরোধ করছি।

মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, ১৭ হরিচরণ রায় রোড, ফরিদাবাদ, ঢাকা

প্রতিক্রিয়া : ফতেমোল্লা

স্বাধীনতা বিরোধী জামাতিরা ধর্মের নামে জিগির তুলে এ দেশের ধর্মপ্রিয় মানুষকে যেমন বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলবার অপচেষ্টায় লিপ্ত, এদের বক্তা এবং 'বুদ্ধিজীবী'রা যেমন ইসলামের পবিত্র বাণীকে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছে, তেমনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত 'জ্ঞানী' হিসেবে পরিচিত কিছু ব্যক্তি তাদের প্রতিহত (?) করার উদ্দেশ্যে তৈরি করেছেন ধর্মীয় বাণীর মনগড়া ব্যাখ্যা। বর্ষ ৭, সংখ্যা ৪৫ 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এ প্রকাশিত ফতেমোল্লার সাক্ষাৎকার পড়লাম। তার কাছে আমার প্রশ্ন, আপনি কি আসলেই কোরআন-হাদিস পড়তে জানেন নাকি জামায়াতে পিছলামি'র মতো আপনিও আরেক পিছলামিতে মেতেছেন। যদি তাই-ই হয়, তবে বিরত থাকুন মনগড়া ফতোয়াবাজি থেকে।

সাইদ হাসান,
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো।
চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

ডায়াবেটিস্ একটি বিপাকজনিত রোগ। এ রোগে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। সাধারণত ডায়াবেটিস রোগের জন্য বংশগত ও পরিবেশের প্রভাব দুটোই দায়ী। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে পক্ষীঘাত, পায়ে পচনশীল ক্ষত, চক্ষু রোগ, মূত্রাশয়ের রোগ, কিডনির কার্যক্ষমতা লোপ পাওয়া, যক্ষ্মা, মাড়ির প্রদাহ, চুলকানি, ফোঁড়া, যৌনক্ষমতা কমে যাওয়া ও হার্টের রোগ হতে পারে। তাই নিজের স্বার্থেই ডায়াবেটিস্ নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন ছাড়াও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রধান উপায় পরিমিত খাদ্য গ্রহণ এবং দিনে এক ঘন্টা হাঁটা। ডায়াবেটিস্ নিয়ন্ত্রণ রাখা নিজের ওপরই আশি ভাগ নির্ভর করে। যদি ডায়াবেটিস্ রোগীরা সঠিক খাদ্য গ্রহণ ও কায়িক পরিশ্রম করে (হাঁটা অবশ্যই) তবে তাদের ঘন ঘন ডায়াবেটিস্ হাসপাতালে গিয়ে ভিড় জমাতে হবে না। হাসপাতালে কঠিন রোগীদেরই চিকিৎসার প্রয়োজন। আর একটি কথা; ভুঁড়িওয়ালাদের খুবই বিপদ। ভুঁড়িওয়ালা ডায়াবেটিস্ রোগীদের অবিলম্বে ওজন কমিয়ে ফেলতে হবে এবং চার্ট অনুযায়ী শরীরের ওজন বজায় রাখতে হবে। যারা ভুঁড়িওয়ালা তাদের যদি ডায়াবেটিস্ না হয়ে থাকে তবে অবিলম্বে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়ামের মাধ্যমে ভুঁড়ি কমিয়ে ফেলুন। মনে রাখবেন, সুস্থতাই সব সুখের মূল।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
লালবাগ, ঢাকা

রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা

ঘন ঘন দুর্ঘটনার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও কর্তৃপক্ষীয় মহল বহু হাস্যস্পদ ব্যাখ্যা ও কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার বাণী ছাড়লেও কাজের কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। প্রথমত, নদীমাতৃক দেশে বিশাল জনযানের বহর নদী পথে চলাচল করলেও দুর্ঘটনাকবলিত হলে উদ্ধারকাজে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত সরঞ্জামের অপ্রতুলতা ও কর্তৃপক্ষের অমার্জনীয় গাফিলতি দেখা যায়। ফলে উদ্ধারকাজ পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতার কারণে প্রচুর জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েই চলেছে। লঞ্চ ও নৌকাডুবির জন্য এতো সুদীর্ঘ নদীপথসর্বস্ব দেশে একমাত্র উদ্ধারকারী জাহাজ 'হামজা' ও ছোট আকারের 'রুস্তম'-এর ওপর নির্ভরশীল। তাও আবার সেগুলো বহুদিনের পুরনো। সাধারণত হামজা থাকে খুলনায়। ভয়াবহ দুর্ঘটনা বেশিরভাগ সময় ঢাকা-চাঁদপুরের মধ্যে হয়ে থাকে। দুর্ঘটনার পর হামজা সেখানে পৌঁছাতে সময় লেগে যায়। এতে প্রচুর প্রাণহানি ঘটে। এবার সাভারের ৯ তলা গার্মেন্টস ভবন ধসে পড়ার পর দেখা গেছে ফায়ার ব্রিগেড ও সেনাবাহিনীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় ভারী সরঞ্জামাদির কারণে উদ্ধারকাজ বিলম্বিত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার এতো বছর পরও হামজার অনুরূপ উদ্ধারকারী আরো কার্যকর উপযোগী জাহাজ সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে না কেন? যখন বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সফর করতে সড়কপথে ৪-৫ ঘন্টায় পৌঁছা যায়, সেখানে কথায় কথায় ব্যয়বহুল হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে কার্পণ্য হয় না। অথচ দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ক্রয় করার ব্যবস্থা হয় না কেন?

মোঃ মজহারুল ইসলাম মজুমদার, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

ইতিহাস সংরক্ষণ

একজন মিলি রহমান রাষ্ট্রের কাছে অবিরাম করুণা ভিক্ষা চেয়ে আজ ক্লান্ত, অবসন্ন ও হতাশ। আমরা কত অকৃতজ্ঞ জাতি। দেশের জন্য জীবন বিসর্জন করা সেই 'বীরশ্রেষ্ঠ' মতিউর রহমানের সমাধিটা স্বদেশে আনার কাজটি পর্যন্ত করছি না। আজ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা 'বীরশ্রেষ্ঠ' মতিউরের কবর স্থানান্তরের দাবি বিধবা মিলি রহমানের একার হবে কেন? এ দাবি আমাদের সবার। সমগ্র জাতির। স্বাধীনতার ইতিহাস সংরক্ষণে সরকারকেই ঐতিহাসিক এ অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করতে হবে।

নাজমুল হক পল্টু
পশ্চিম বাগিচাগাঁও, কুমিল্লা